জনকণ্ঠ

তারিখ ... 0 DEC 2000 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫ ......

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফী আদায়ে ক্ষোভ

যশোর ও ঠাকুরগাঁওয়ের স্কুলে দুর্নীতি

যশোরের সরকারি ও বেসরকারী স্কুলগুলো এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে বোর্ড নির্ধারিত অতিরিক্ত ফী আদায় করছে। পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জিম্মি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত ফী আদায় করায় ক্ষোভ বিরাজ করছে। যশোরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতোমধ্যে স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের কাজ। কিন্তু সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোর্ডের তোয়াক্কা না করে অতিরিক্ত ফী আদায় করছে। যশোর শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে তাদের নির্ধারিত ফী হলো বিজ্ঞানে ৯শ' টাকা, মানবিক ও বাণিজ্যে ৯শ' ১৫ টাকা, অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য ৯শ' ৭৫ টাকা। এর মধ্যে ১১টি বিষয়ে ৪৫ টাকা হারে ৪শ' ৯৫ টাকা কেন্দ্র ফী, ব্যবহারিক পরীক্ষায় জনপ্রতি ফী ১শ' ৮০ টাকা, ব্যবহারিক পত্র ফী ২০ টাকা, মূল্যায়ন পত্র ফী ৩০ টাকা; সনদপত্র ফী ১শ' টাকা, স্কাউট ফী ৫ টাকা, ক্রীড়া মঞ্জুরি ফী ৫ টাকা এবং বিদ্যালয় অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য ৭৫ টাকা ফী ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু যশোরের বিদ্যালয়গুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, তারা অতিরিক্ত হারে ফী আদায় করছে। যশোর নিউ টাউন বাদশাহ ফয়সাল স্কুলে বিজ্ঞানে ২ হাজার ১শ' ১০ টাকা, বাণিজ্য ও মানবিকে ২ হাজার ৫০ টাকা, নিউ টাউন বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে ১ হাজার ৪শ' ৬৫ টাকা, বাণিজ্য ও মানবিকে ১ হাজার ১শ' ৫ টাকা, মাহমুদুর রহমান বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে ১ হাজার ২শ' ৭৫ টাকা, মানবিক ও বাণিজ্যে ১ হাজার ৩শ' ৩৫ টাকা, যশোর জিলা স্কুলে বিজ্ঞানে ১ হাজার ৫শ' ৭০ টাকা, মানবিক ও বাণিজ্যে ১ হাজার ৫শ' ১০ টাকা, সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে ১ হাজার ২শ' ৬০ টাকা, মানবিক ও বাণিজ্যে ১ হাজার ২শ' টাকা, মুসলিম একাডেমী স্কুলে বিজ্ঞানে ১ হাজার ৮শ' ৯৫ টাকা, বাণিজ্য ও মানবিকে ১ হাজার ৮শ' [illegible] টাকা, সম্মিলনী স্কুলে বিজ্ঞানে ১

হাজার [illegible] ১০ টাকা এবং মানবিক ও বাণিজ্যে ১ [illegible] টাকা নিচ্ছে [illegible] ব্যাপারে নিউ [illegible] ফয়সাল স্কুলের এক সহকারী [illegible] সেশন চার্জ তিন মাসের বেতন, কোচিং ফী নেয়ায় ফরম পূরণে কিছু টাকা নেয়ায় পরীক্ষার ফী একটু বেশি বলে মনে হচ্ছে। এদিকে পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফী নেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের এতে আরও বেশি সমস্যা হচ্ছে। পরীক্ষার্থীরা নিয়মিত বেতন, ফী দিয়ে পড়াশোনা করে থাকে এবং সেশন চার্জ দিয়েই ১০ম শ্রেণীতে উঠেছে। তাদের কেন সেশন চার্জ নেয়া হবে। এ ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোজাম্মেল হোসেন জানান, এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে স্কুল গুলো অতিরিক্ত ফী নিতে পারে না।

ঠাকুরগাঁও থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ঠাকুরগাঁওয়ে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মহোৎসব চলছে। শিক্ষাবোর্ডের নির্ধারিত হারের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি ফী নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, ঠাকুরগাঁও জেলার ৪১৮ সরকারী-বেসরকারী হাইস্কুল এবং ২ শতাধিক মাদ্রাসায় পরীক্ষার ফরম পূরণের ধুম পড়েছে। শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ফরম পূরণের ফী ধার্য করা হয়েছে বিজ্ঞান বিভাগে ৮০৫ টাকা এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ৭৬৮ টাকা। কিন্তু বিদ্যালয়গুলো পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে [illegible] হাজার [illegible] থেকে ২ হাজার ৫শ' টাকা পর্যন্ত আদায় [illegible] ফলে [illegible] পরীক্ষার্থী ফরম পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। রিভারভিউ হাইস্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছা[illegible] জানায়, তার কাছে ২১০০ টাকা দাবি করা [illegible] সে আর্থিক সঙ্কটের কারণে পরীক্ষায় অং[illegible] নিতে পারছে না। জানা গেছে, ঠাকুরগাঁ[illegible] শহরের রিভারভিউ বালক উচ্চ বিদ্যাল[illegible] মানবিক ২১৪০ টাকা ও বিজ্ঞান ২২৪[illegible] টাকা, হাজীপাড়া আদর্শ হাইস্কু[illegible] মানবিক ১৮৪০ টাকা ও বিজ্ঞা[illegible] ১৯০০ টাকা এবং সিএম আইয়ু[illegible] বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মানবি[illegible] ১৬৮০ টাকা ও বিজ্ঞান ১৭৪০ টাক[illegible] হারে ফরম পূরণের টাকা আদা[illegible] করা হচ্ছে। এ ছাড়া মধুরাপু[illegible] পাবলিক হাইস্কুলে মানবিক ১৫৯৫ টাকা [illegible] বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ১৬৫[illegible] টাকা নেয়া হচ্ছে। এদিকে জেলা শহরে[illegible] বাইরের স্কুলগুলোতেও ফরম পূরণের ফী [illegible] রকমই আদায় করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সিএ[illegible] আইয়ুব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধা[illegible] শিক্ষক বজলুর রহমান জানান, কোচিং ফী[illegible] বিদ্যালয়ের উন্নয়নসহ বিভিন্ন চাঁদা নেয়া[illegible] কারণে এবার ফরম পূরণের ফীয়ের পরিমা[illegible] বেড়ে গেছে। সদর উপজেলার আসাননগ[illegible] কাদেরিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার অধ্য[illegible] এনামুল হক বলেন, কিছুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিস্বার্থে এই টাকা আদা[illegible] করছে। জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ শফিকু[illegible] ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তি[illegible] জানান, এ ব্যাপারে তাঁর কোন করণীয় নেই